মাঠে - ময়দানে

বাংলাদেশ উইমেন্স-৭৭/১০
পাকিস্তান উইমেন্স-৭৮/৩

কুইন্সল্যান্ড-১৭৭/১০
তাসমেনিয়া-১৮০/৪

স্পিন আক্রমণে ছারখার ক্যারিবিয়ানরা

অভিষেকেই সেরা পৃথ্বী, ইনিংস ও ২৭২ রানে জয় ভারতের

ইনিংস	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
প্রথম	১১	২	৩৭	৪
দ্বিতীয়	১৮	২	৭১	২

ইনিংস	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
প্রথম	১০	১	৬২	১
দ্বিতীয়	১৪	২	৫৭	৫

রাজকোট, ৬ অক্টোবর: আগে থেকেই বোঝা গিয়েছিল ম্যাচটা ভারত নিজেদের পকেটে পুরে নিয়েছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিম ভারতের সামনে আত্মসমর্পণ করবে সেটা বোঝা যায়নি। প্রথম দিনেই ক্যারিবিয়ানদের ৬টি উইকেট ফেলে কোমর ভেঙে দিয়েছিল ভারতের বোলাররা। প্রথম ইনিংসে অল-আউট হওয়া ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু কোনওরকম বাধা বিপত্তি তো দূরে থাক ক্যারিবিয়ানদের ব্যাট থেকে এমন একটা ইনিংস বেরিয়ে এল না যেটা দেখে বলা যায় ভারতের বিপক্ষে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ওয়েস্ট ইন্ডিজের আছে। সবটাই হল কিন্তু একপেশে। আসলে অভিজ্ঞতার অভাব। ক্যারিবিয়ানদের তৈরি করা দলে সবাই ছিল প্রায় অনভিজ্ঞ। টসে জিতে প্রথম দিনে ভারত ব্যাট করতে নেমে ওপেনিংয়ে নামেন কেএল রাহুল ও পৃথ্বী শ। দিনের প্রথম ওভারেই শেষ বলে গ্যাব্রিয়েলের বলে এলবিডব্লু হয়ে খালি হাতেই ফিরে যান কেএল রাহুল। এরপর পৃথ্বী ও পূজারা মিলে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। ২০৬ রানের পার্টনারশিপ তৈরি হয় দু'জনের মধ্যে। এরমধ্যেই পৃথ্বী শতরান পূর্ণ করে ফেলেন। কিন্তু লেউইসের বলে উইকেটরক্ষক ডরউইচের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান পূজারা। তাঁর ব্যাট থেকে আসে গুরুত্বপূর্ণ ৮৬ রান। এই রান করতে তিনি ১৪ বাউন্ডারি মারেন। এরপর খেলতে আসেন বিরাট কোহলি। বিরাট কোহলির সঙ্গে ২৩ রানের পার্টনারশিপ করেই প্যাভিলিয়নে ফিরে যান পৃথ্বী। দেবেন্দ্র বিশু'র বলে হাল্কা টাচ দিতে গিয়ে বিশু'র হাতেই ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান তিনি। তখন তাঁর রান ১৩৪। এরপর রাহানে বিরাট কোহলির সঙ্গে পার্টনারশিপ গড়ে রান এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। সহ-অধিনায়ক রাহানে ইংল্যান্ড সফরে একদম ফর্মে ছিলেন না। কিন্তু এদিন বেশ স্বাভাবিক ছন্দেই ব্যাট করতে দেখা যায় তাঁকে। কিন্তু রস্টন চেসের বলে সেই উইকেটরক্ষক ডরউইচের হাতেই ক্যাচ দেন তিনি। ৪১ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি।

দ্বিতীয় দিনে ব্যাট করতে নেমে বিরাট কোহলি তাঁর অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। ১৩৯ রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। এই রান করার জন্য তিনি খেলেন ২৩০টা বল। যার মধ্যে ১০বার বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠান তিনি। রাজকোটে সেঞ্চুরি করার ফাঁকে দেশের মাটিতে টেস্টে ৩০০০ রান করে ফেললেন বিরাট। অন্যদিকে, নার্ভাস ৯০'র ঘরে ঢুকেও নিজের আগ্রাসী মেজাজে রাশ টানতে না পারায় নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করে তরুণ উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থ। অথচ একটু ধৈর্য দেখাতে পারলে টেস্টে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি করতে পারতেন ঋষভ। দুই সেট ব্যাটসম্যান আউট হওয়ার পর টেল এন্ডারদের নিয়ে ব্যাট করতে থাকেন রবীন্দ্র জাদেজা। অশ্বিন ৭ ও কুলদীপ ১২ রান করে আউট হন।

উমেশ যাদবকে সঙ্গে নিয়ে ব্যক্তিগত অর্ধশতরান পূর্ণ করার পাশাপাশি দলকে ৬০০ রানের গণ্ডিও পার করান তিনি। উমেশ যাদব আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরলে শামিকে নিয়ে নিজের শতরান পূর্ণ করেন তিনি। এরপরেই ইনিংস ডিক্লেয়ার দেয় ভারত। তিনি অপরাজিত থাকেন ১০০ রানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে দেবেন্দ্র বিশু ৫৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে ২১৭ রান দিয়ে ৪টি উইকেট দখল করেন। এছাড়া দুটি উইকেট নিয়েছেন নবাগত লুইস। একটি করে উইকেট নিয়েছেন গ্যাব্রিয়েল, চেস ও ব্রাথওয়েট। ভারত ডিক্লেয়ার দেয় ৬৪৯/৯ রানে। নিজেদের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শুরুতেই শামির বলে বোল্ড হন অধিনায়ক কার্লোস ব্রাথওয়েট। আরেক ওপেনার পাওয়েল এলবিডব্লু হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন মাত্র ১ রানে। এরপর শুধুই আসা যাওয়ার পালা। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে হোপ অশ্বিনের বলে বোল্ড হয়ে ফিরে যান। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে হেটমার ১০ রান করে রান আউট হন। ডরউইচ ১০ ও অ্যামব্রিস ১২ আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন। তৃতীয় দিনে ব্যাট করতে নেমে দিনের প্রথম উইকেটটি নেন উমেশ যাদব। আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে গিয়ে পল ৪৭ রানে আউট হন। চেস নিজের অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। তাঁকে আউট করেন অশ্বিন। এরপরেই লেউইস শূন্য হাতে ফিরে যান প্যাভিলিয়নে। বিশু কিছুটা চেষ্টা চালালেও গ্যাব্রিয়েল আউট হন ১ রানে। সেই উইকেটটিও নেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। প্রথম ইনিংসে ফলো-অন করে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেখানে ম্যাচ বাঁচানোর চেষ্টা না করে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে থাকে তারা। শুরুতে উইকেট না হারালেও অধিনায়ক ব্রেথওয়েট আউট হওয়ার পর শুরু হয় আসা যাওয়ার পালা। কেউই প্রায় টিকতেই পারে না মাঠে। দ্বিতীয় ওপেনার পাওয়েল একমাত্র ৮৩ রান করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ১৯৬ রানে। এবার কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসে ভাঙন ধরানোর কাজটা করেন সেই ভারতীয় স্পিন বিভাগই। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের পেস বোলিং বিভাগে কোনও উইকেটই নিতে পারেনি। কুলদীপ যাদব ৫টি, অশ্বিন ২টি ও রবীন্দ্র জাদেজা ৩টি উইকেট নেন। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন অভিষেক হওয়া পৃথ্বী শ। দ্বিতীয় টেস্ট শুরু ১২ অক্টোবর।

অভিষেক ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলেন পৃথ্বী শ

রাজকোট, ৬ অক্টোবর: এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। উৎক্ষেপণেই বাজিমাত আঠোরোর পৃথ্বীর। রাজকোচ টেস্টে প্রথম ইনিংসে ১৩৪ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরাও হলেন নবাগত টিনেজার। ভারতীয় ক্রিকেটে অভিষেকেই সেনসেশন পৃথ্বী'র। তাঁর

আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের মজেছে ভারতীয় ক্রিকেটদুনিয়া। পৃথ্বী ষষ্ঠ ভারতীয় যিনি অভিষেক টেস্টেই ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতলেন। ফ্যানদের কেউ বলছেন সহবাগের যোগ্য উত্তরসূরি পেল ভারতীয় ক্রিকেট। ওপেনিংয়ে সহবাগের ব্যাটিং ছিল আক্রমণাত্মক। পৃথ্বীর ব্যাটিংও অনেকটা একইরকম। তবে নবাব অফ নজফগড় ছিলেন কিছুটা বেপরোয়া। শতরানের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছয় হাঁকাতে নির্ভীক ছিলেন। পৃথ্বী অবশ্য শান্ত। বল মাটিতে রেখে ভি'তে খেলতেই পছন্দ করেন। অভিষেক ইনিংসের ১৩৪ রানে একটিও ছয় নেই, ইনিংস সাজানো ১৯টি চার দিয়ে। শচীনের মতো পৃথ্বীরও উত্থান স্কুল ক্রিকেট থেকে। ক্রিকেটমহলের অনেকেই তাই পৃথ্বীর ক্রিকেট সাধনা দেখে শচীনের সঙ্গে তুলনা শুরু করে দিয়েছেন। আর স্বপ্নের অভিষেকের পর কী বলছেন পৃথ্বী? ভারতীয় ক্রিকেটের টিনএজ সেনসেশন একেবারে বাস্তবে মাটিতে। কোনও বাড়তি উচ্ছ্বাস নেই। ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতে পৃথ্বী বলেন, ব্যাট হাতে রান পেয়েছি। দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে দল জিতেছে। স্বপ্নের অভিষেক আমি দারুণ খুশি।

আই লিগে তাদের সবথেকে বেশি বেগ দেবে ইস্টবেঙ্গল, মানছেন কিমকিমা

স্টাফ রিপোর্টার: আই লিগে তাদের সবথেকে বেশি বেগ দিতে পারে ইস্টবেঙ্গল। একথা জানাচ্ছেন, মোহনবাগানের ডিফেন্ডার কিমকিমা। গতকাল অনুশীলন শেষে একথা জানান তিনি। সবুজ-মেরুন ডিফেন্ডার জানান, কলকাতা লিগ তাদের কাছে অতীত। এবার লক্ষ্য আই লিগ। সেই লক্ষ্যেই পুরোদমে অনুশীলনে নেমে পড়েছে টিম মোহনবাগান।

নির্বাচন নিয়ে যতই আঁচ থাকুক না কেন তার প্রভাব যে দলের অনুশীলনে পড়ছে না তার প্রমাণ পাওয়া গেল। নেরোকা এফসি, গোকুলাম শক্তিশালী দল গড়লেও কিমকিমা মনে করেন প্রতিবেশী ইস্টবেঙ্গলই তাদের খেতাব জয়ের পথে বড় বাধা হতে পারে। ভাল মানের বিদেশি ফুটবলার নিয়ে ইস্টবেঙ্গল যে শক্তিশালী দল গড়েছে তা কিমকিমা জানেন। তাই তার মুখে ডার্বির চ্যালেঞ্জের কথা। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে মাঠে নামা যে বাড়তি চাপের সেটাও বুঝে গেছেন তিনি। সাম্প্রতিক অতীতে পাহাড়ে খেলতে গিয়ে সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। আইজল এফসি'র প্রাক্তনী বলছেন এবার সেই অসুবিধা যাতে না হয় সেটা তারা দেখবেন। তাছাড়া পেশাদার ফুটবলার হিসাবে সবরকম পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে তারা তৈরি। কলকাতার ফুটবলে খেলতে এসে প্রথম বছর সকলেই সমস্যায় পড়েন। কিন্তু কিমকিমা প্রথম দিন থেকেই ধারাবাহিক। কিংসলের সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রথম থেকেই মোহনবাগান ডিফেন্সকে নির্ভরতা দিয়েছেন। এই ধারাবাহিকতার জন্য আইএসএলে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে বলে জানিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ভক্ত। অন্যদিকে, এবারের আই লিগে কোনও ম্যাচ থেকে শূন্য হাতে ফিরতে চান না শঙ্করলাল চক্রবর্তী। দেশের বিভিন্ন জায়গার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে দলে ফিটনেসের দিকে জোর দিচ্ছেন তিনি। জানান, এবার যেমন কাশ্মীরে গিয়ে খেলতে হবে তেমনই কেরালার গরমেও খেলতে হবে। সেই কথা মাথায় রেখেই এগোচ্ছে সবুজ-মেরুন।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ভি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা